Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.149-152
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাচীন ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি

বন্দনা মালগোপ
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The ancient Indian method of education centered around the Gurukula system, where students resided with a guru. This immersive learning experience encompassed diverse subjects, emphasizing oral teachings, scriptures, philosophy, arts, and practical skills. The approach aimed at holistic development, nurturing students both intellectually and ethically.

Keywords: Ancient India, Gurukula system, Guru, Student, Education, Oral teachings, Scriptures, Philosophy, Arts, Practical skills, Holistic development.

ভূমিকা: প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চারটি বর্ণের মতো চারটি আশ্রমের ও অস্তিত্ব ছিল। এই চারটি আশ্রম হল - ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। দ্বিজাতিকে এই চারটি আশ্রম পরপর শাস্ত্র নির্দেশমতো অনুসরন করতে হত। গৃহস্থাশ্রমই এদের মূল। জাবাল উপনিষদে স্পষ্ট করে বলা আছে -

'ব্রহ্মচর্যা সমাপ্য গৃহী ভবেৎ।'

আশ্রমাবস্থায় নিজ নিজ কর্তব্য রূপ তপশ্চর্যা করা হয় বলেই এদের নাম 'আশ্রম'।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সব দ্বিজাতির জীবন যে চারটি আশ্রমের মধ্যে সুবিন্যস্ত ছিল।। তার প্রথম পর্ব 'ব্রহ্মচর্য' অথাৎ বেদচর্চা ও বেদশিক্ষার কাল। বেদের একটি নাম 'ব্রহ্ম'। মনু বলেন দ্বিজাতি তার জীবনের প্রথম চতুর্ভাগ অথাৎ সমগ্র জীবনের চার ভাগের এক ভাগ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে গৃহী হবেন -

'চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যাং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগাং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।।'

কিন্তু মানুষের আয়ুর কোন পরিমাণ নেই, তাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কাল রূপে জীবনের প্রথম চতুথ ভাগ বলতে ঠিক কত বৎসর বিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যায় করতে হবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহ থেকে যায়। তবে মনু অন্যত্র বলেছেন, ব্রহ্মচর্য গুরু গৃহে প্রত্যেক বেদের জন্য ১২ বৎসর করে এক একটি বেদ অধ্যয়ন করবেন। অর্থাৎ তিনটি বেদ ৩৬ বৎসর কাল অধ্যায়ন করার জন্য ব্রত গ্রহণ করবেন। তবে এত দীর্ঘ সময় ধরে বেদাধ্যায়ণ করা সম্ভব না হলে, মোট আঠারো বা নয় বৎসর বেদের অংশ বিশেষ অধ্যায়ন করা যেতে পারে। অথবা যে পরিমান কালে তিনটি বেদের বিশেষ অংশ অধ্যায়ন করা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সম্ভব, সেই পর্যন্ত কালই তিনি গুরু গৃহে ব্রত ধারণ করে অধ্যয়ন করবেন। তবে অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায়, শিষ্য সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর

গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাচর্চা করত। ছান্দগ্য উপনিষদে দেখি, দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক শ্বেত কেতু গুরুগৃহে থেকে দ্বাদশ বৎসর ধরে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে গর্বভরে এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

'সহ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুবিংশতি বর্ষঃ সর্বান্ বেদান্ অধিত্য মহামনা অনুচানমানী স্তব্ধ প্রায়ায় (ছা ০, ১, ২)

সেখানে আরো দেখা গেছে সত্যকামের শিষ উপকোসল দ্বাদশ বৎসর গুরু গৃহে বিদ্যাচর্চার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে গুরু অনুমতি না দেওয়ায় ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। (ছা ৮.১০.২-৩)

ব্রহ্মচারীকে ছাত্র বলা হত কারন তিনি গুরুর দোষ প্রুটি 'ছাদন' করতেন।

''ছত্রংগুরোর্দোষাণামাবরণম।
তৎশীলমস্য ইতি ছাত্রঃ।'' (শব্দ ক্লপদ্রুম)

আবার ব্রহ্মচারী গুরুর কাছেই থাকতেন বলে তার একটি নাম 'অন্তবাসী'। গুরু আচার্য ও উপাধ্যায় নামেও পরিচিত ছিল। তাকে আচার্য ও উপাধ্যায়ের কাজের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। গুরু নিজেই তার ভাবী ছাত্রকে গায়ত্রী মান্ত্রের মাধামে বেদ দীক্ষা দিতেন। উপনয়নের পর বালকের দ্বিতীয় জন্ম হত এবং তিনি দ্বিজ নামে অভিহিত হতেন। এই উপনয়ন রূপ দ্বিতীয় জন্মের পর গুরুই হতেন শীষের অপর পিতা।

উপনয়ন সংস্কার না হলে ব্রহ্মচারী হওয়া যেত না। এ বিষয়ে মনু খুবই কঠোর। ব্রাক্ষনাদি বর্ণের উপনয়নের জন্য নিদিষ্ট বয়স ছিল। কিন্তু সেই সব সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হলেও কিছু বেশি বয়সের উপনয়নের বাধা ছিল না। তবে মনু বলেছেন ব্রাক্ষনের যদি ১৬ বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসরে এবং বৈশ্যর ২৪ বৎসরেও উপনয়ন সংস্কার না হয় তবে তারা 'ব্রাত' (অপবিত্র) বলে পরিচিত হবেন।

দ্বিজাতি ব্রহ্মচারীর উপনিত হওয়ার পর শিশ্যকে সর্বপ্রথম গুরু তাকে শারীরিক শৌচ ক্রিয়া শিক্ষা দেবেন। তারপর আচার (অর্থাৎ গুরুজনকে দেখে উঠে দাঁড়ান, আসন পেতে দেওয়া প্রভৃতি), অগ্নিকার্য (অথাৎ অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করে অগ্নিকে ভালোভাবে প্রজ্বলিত করা) এবং সন্ধ্যা বন্দনা শিক্ষা দেবেন। আচার বলতে শিষ্টাচার শুদ্ধাচার দুটিকেই বোজাত। আচারকেই মনু পরম ধর্ম বলে মনে করেন। আচারই হল সকল তপস্যার মূল।

'সর্বস্য তপসো মুলমাচারাং জগৃহুঃ পরম।'

উপাসনার প্রধান অঙ্গ গায়ত্রী জপ। বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে গুরু শিষ্যকে নিজের পরিবার ভুক্ত করে নিতেন। শিষ্য যখন বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করবেন তখন সে ধৌত বস্ত অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে। শাস্ত্রানুসারে আচমন করে উত্তর মুখ হয়ে উপবশন করবে আবার গৌতমধর্ম শাস্ত্রানুসারে শীষ পূর্বমুখ হয়ে বসবে এবং আচার্য পশ্চিম মুখ হয়ে বসবে এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযমপূর্বক ব্রহ্মাঞ্জলি হয়ে অর্থাৎ অঞ্জলি বদ্ধ করে থাকবে। তখন গুরু তাকে বেদ অধ্যাপনা করবেন। গুরু আলস্যহীন থেকে শিষ্যকে বলবেন ' ওহে! অধ্যয়ন কর।' এবং যখন পাঠশেষ করবেন তখন গুরু বলবেন - 'এখন পাঠের বিরাম হোক।' এই বলে অধ্যাপনা থেকে বিরত হবেন।

ব্রহ্মারম্ভে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের পারম্ভে এবং বেদাধ্যয়নের অবসানে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর পাদবন্দনা করবে এবং অধ্যায়নের সময় হাত দুটি পরস্পর সংশ্লিস্ট করে অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি পুটে উপবেশন করবে। দুটি

হাত সংযুক্ত করে এই ভাবে উপবেশনের নাম ব্রহ্মাঞ্জলি। গুরুর পাদবন্দনায় সময় সিস্য দুখানি হাত পরস্পর বিপরীত ক্রমে রেখে এমন ভাবে গুরুর পাদস্পর্শ করবে, যেন তার বাম হাত চিৎ করে গুরুর বাম চরণ স্পর্শ করা যায় এবং ডান হাত চিৎ করে গুরুর ডান চরণ স্পর্শ করা যায় (এই সময় ডান হাত উপরে এবং বাম হাত নীচে থাকবে। এটিই শিষ্ট ব্যাক্তিদের আচার) বেদাধ্যয়নের পারম্ভে এবং বেদাধ্যয়নের অবসানে সতত প্রণব (ওঁকার) করা কর্তব্য। প্রথমে প্রণব উচ্চারন না করলে অধীয়মান বেদমন্ত্র মন থেকে অপসৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ বেদমন্ত্র মনে বদ্ধমূল হয়ে অবস্থান করতে পারেনা। পূর্বদিকে কুশের ডগাগুলি রেখে সেই কুশের উপর বসে, দুই হাতে পবিত্র (দর্ভ) ধারন করে নিজে পবিত্র হয়ে (পনেরটি হ্রস্বস্বর উচ্চারনে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে) তিনটি প্রাণায়ামের দ্বারা বিশুদ্ধ হলে প্রনবোচ্চারণের অধিকারী হওয়া যায়।

শিষ্য কেমনভাবে গুরুর কাছ থেকে বিদ্যালাভ করবেন সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে শুস্রুষা করতে শিষ্য গুরু গত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করে থাকেন। শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মূর্তি বলে মনে করতেন। বিদ্যা গ্রহণকালে শিষ্য কখনই নিরব শ্রোতা মাত্র থাকতেন না। তিনি গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি প্রভৃতিকে কোন স্থানে সন্দেহ উপস্থিত হলে তর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। আর তা হলেই তিনি প্রকৃত ধর্মকে জানতে পারতেন -

'য স্তকেন অনুসন্ধাভে সর্ধমং বেদ নেতরেঃ' ১২. ১০৬

যে ব্যাক্তি বেদোক্ত ধর্মোপদেশ সমূহ বেদ শাস্ত্রের অবিরোধি অর্থাৎ অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ নিরুপম করতে চেষ্টা করেন, তিনি বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদের অর্থ অবগত হন, এব বিপরীত স্বভাব ব্যাক্তি বেদার্থ ধর্ম বোঝে না, শিক্ষার অবসানে গুরুর অনুমতি নিয়ে শিষ্যর ব্রতস্নান ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান হত। তারপর শিষ্য নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। শিষ্য সর্বদা গুরুর সামনে নম্রভাবে থাকবে, অবনত মস্তকে গুরুর আজ্ঞা পালন করা, গুরুর উপপদশূন্য নাম (অর্থাৎ উপধ্যায়, আচার্য, ভট্ট প্রভৃতি বিশেষণ শূন্য ভাবে) উচ্চারন না করা গুরুর গমন ভাষণ প্রভৃতির অনুকরণ না করা, গুরুর নিন্দা না করা ও না শোনা প্রভৃতি শিষ্যের পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল।

ব্রহ্মচারী পিতৃগৃহে ফিরে এসে বিবাহাদি গৃহধর্ম পালন করতেন। যে দ্বিজ গুরু গৃহে না গিয়ে পিতৃগৃহেই বেদাধ্যয়ন করতেন তার পক্ষে সমাবর্তন বিধি প্রযোজ্য ছিল না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখি(১.১১. ১-৩) সমাবর্তনের আগে গুরু শিষ্যকে কয়েকটি উপদেশ দিতেন, যেমন 'সত্য কথা বলবে', 'ধর্ম আচরণ করবে', 'বেদ পাঠ থেকে বিরত থাকবে না', 'সত্য থেকে, ধর্ম থেকে, কুশল থেকে দেব পিতৃকার্য থেকে ভ্রষ্ট হবে না, মাতা পিতা, আচার্য ও অতিথিকে দেবতা বলে মনে করবে। যা নিশুল্ক কর্ম তারই অনুষ্ঠান করবেন, বিপরীত কর্ম করবে না। - প্রভৃতি আবার প্রাচীন ঋষিরা তার সাথে বিনয়ী হওয়ার ও উপদেশ দিয়েছেন।

যে সব শিষ্য ব্রহ্মচারী গুরু গৃহে শিক্ষা লাভ করে, সমবর্তন স্নান সমাপ্ত করে স্বগৃহে ফিরে আসতেন তাঁদের স্নাতক ব্রহ্মচারী বলা হত। তিন প্রকার স্নাতকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদস্নাতক যারা বেদাধ্যায়ন সমাপ্ত করেছেন। বিদ্যাস্নাতক যারা বেদ বিদ্যার অর্থজ্ঞান লাভ করে বিদ্যা সমাপ্ত করেছেন এবং ব্রতস্নাতক (যারা ৩৫ বৎসর ধরে তিনটি বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করেছেন)

মনুর মতে ধর্মজ্ঞ শিষ্য গুরু গৃহ থেকে সমাবর্তনের আগে অল্পমাত্র ধন ও গুরুকে দক্ষিণা রুপে দেবেন না তবে তিনি যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতস্নান করবেন তখন সামার্থ্যানুসারে জমি, সোনা, গরু, ঘোড়া, আসন, ধান, প্রভৃতি যা থেকে কিছু দিয়ে গুরুর প্রীতি উৎপাদন করবেন।

ব্রহ্মচারীদের কর্তব্য কর্ম পালনের দীর্ঘ তালিকা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সে যুগে ব্রহ্মচারী অত্যন্ত 'সংযত, সংহত, ও সন্নধ জীবন' যাপন করতেন। সব মিলিয়ে এককথায় বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এক উদ্দেশ্যমূলক ও আদর্শ জীবন শিক্ষা।